‘রিজলভ’ জীবনযাত্রা জরিপ (বেজলাইন)
গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (জি ইউ কে)

ভূমিকাঃ

ভৌগলিক অবস্থানের ভিত্তিতে এবং প্রাকৃতিক অবস্থার পরিবর্তনের ফলে , বাংলাদেশ বন্যা, খরা, ভূমিকম্প, সাইক্লোন এবং লবনাক্ততার মধ্য দিয়ে প্রতিনিয়ত সময় অতিক্রম করছে। সাধারনত, বাংলাদেশ উত্তরাঞ্চলে, উত্তর-মধ্যমাংশে, উত্তর-পূর্বাংশে এবং দক্ষিন-পূর্বাংশে প্রতি বছরের এপ্রিল মাসে বন্যা আঘাত হানে।

তেমনিভাবে গাইবান্ধা জেলাও বন্যাসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাথে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। ভৌগলিকগত কারনে, গাইবান্ধা জেলা প্রতি বছরই বন্যা ও নদী ভাঙ্গনের মুখোমুখি হচ্ছে। বন্যার উপকারি দিক হল আবাদকৃত জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পাওয়া , অন্যদিকে ক্ষতিকর দিক হল কৃষিজমি, বাড়িঘর গবাদিপশু পানিতে তলিয়ে যায়।

বিভিন্ন দুর্গমস্থানে বসবাসকারী চরম দারিদ্রের শিকার মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য নেদারল্যান্ডের দাতা সংস্থা “অক্সফাম নভিব” এর আর্থিক সহযোগিতায় “অরক্ষিত বাস্তুতন্ত্রের জন্য পুনরুৎপাদনশীল কৃষি ও টেকসই জীবনযাত্রা প্রকল্প (রিজলভ)” নামক একটি উন্নয়ন প্রকল্প কাজ করে যাচ্ছে। গাইবান্ধা জেলায় এসব অঞ্চলের মানুষের দুর্দশা লাঘবের জন্য স্থানীয় বেসরকারী প্রতিষ্ঠান “গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (জি ইউ কে)” উক্ত উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন করছে। এই প্রকল্পের তত্ত্বাবধানে তিনটি কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এগুলো হল “উলম্ব কৃষিকাজ”, “জীবিকার বৈচিত্রায়ন” এবং অন্যটি হল “ক্ষুদ্র উদ্যোগ সম্প্রসারণ”। উন্নয়ন অন্বেষণ এ প্রকল্পে কৌশলগত সহযোগী হিসেবে কাজ করছে।

গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় (জি ইউ কে) এর তত্ত্বাবধানে মাঠভিত্তিক জরিপ চালানো হয়েছে। জরিপে মানুষের পাঁচটি মৌলিক চাহিদা এবং নারীর সমাজে অবস্থান , অধিকার, মর্যাদা, ক্ষমতায়ন ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। এই গবেষণাপত্রে দুই শ্রেণীর পরিবারকে জরিপে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

- নিয়ন্ত্রিত শ্রেণী- যারা “রিজলভ” প্রকল্পের সাথে জড়িত

- অনিয়ন্ত্রিত শ্রেণী- যারা “রিজলভ” প্রকল্পের সাথে জড়িত নয়

পরিবার প্রধানঃ

নিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠীর জড়িপে অংশগ্রহণকারীর ৪৫০ জনের মাঝে ৯৯.৮ শতাংশ মহিলা এবং মাত্র ০.২ শতাংশ পুরুষ।এই ৪৫০ টি পরিবারের মাঝে ৪১৩ টি পরিবার পুরুষ প্রধান এবং ৩৭ টি পরিবার নারী প্রধান।অপরদিকে অনিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠীর জড়িপে অংশগ্রহণকারী ১৫০ টি পরিবারের মাঝে ১৩২ টি পরিবার পুরুষ প্রধান এবং ১৮ টি পরিবার নারী প্রধান।নিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠীর জড়িপে অংশগ্রহণকারী ৪৫০ টি পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যা ১৯২০ জন এবং অনিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠীর ১৫০ টি পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যা ৫৯৪ জন।

পেশাঃ

এই জড়িপে দেখা যায় যে, নিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠীর মাঝে ২৪ শতাংশ পরিবার কৃষিকাজ, ৫৩.৩ শতাংশ পরিবার দিনমজুর, ৩.৩ শতাংশ পরিবার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ২.২ শতাংশ পরিবার জেলে, ১.৬ শতাংশ পরিবার গৃহিণী, ৪.২ শতাংশ পরিবার রিক্সাচালক, ৩.১ শতাংশ পরিবার ভ্যান চালক, ০.২ শতাংশ পরিবার কবিরাজ, ১.১ শতাংশ পরিবার রাজমিস্ত্রি ও ৬.৯ শতাংশ পরিবার অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত।অপরদিকে অনিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠীর মাঝে ১৮.৭ শতাংশ পরিবার কৃষিকাজ, ৬২ শতাংশ পরিবার দিনমজুর, ১.৩ শতাংশ পরিবার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ১.৩ শতাংশ পরিবার গৃহিণী, ২.৭ শতাংশ পরিবার রিক্সাচালক, ২ শতাংশ পরিবার ভ্যান চালক, ২.৭ শতাংশ পরিবার রাজমিস্ত্রি ও ১২ শতাংশ পরিবার অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত।

আয়ঃ

নিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠীর জড়িপকৃত পরিবারগুলোর ৫৯.১ শতাংশের বার্ষিক আয় ২০০০১ টাকা থেকে ৩৫০০০ টাকা, ৬ শতাংশের বার্ষিক আয় ১০০০ টাকা থেকে ১০০০০ টাকা, ১৭.৬ শতাংশের বার্ষিক আয় ১০০০১ টাকা থেকে ২০০০০ টাকা, ১৪ শতাংশের বার্ষিক আয় ৩৫০০১ টাকা থেকে ৪৫০০০ টাকা, ২.৬ শতাংশের বার্ষিক আয় ৪৫০০১ টাকা থেকে ১০০০০০ টাকা এবং মাত্র ০.৭ শতাংশের বার্ষিক আয় ১০০০০০ টাকার বেশি।অপরদিকে, অনিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠীর জড়িপকৃত পরিবারগুলোর ৫৭.৪ শতাংশের বার্ষিক আয় ২০০০১ টাকা থেকে ৩৫০০০ টাকা, ৬.৭ শতাংশের বার্ষিক আয় ১০০০ টাকা থেকে ১০০০০ টাকা, ১৮.৬ শতাংশের বার্ষিক আয় ১০০০১ টাকা থেকে ২০০০০ টাকা, ১৪ শতাংশের বার্ষিক আয় ৩৫০০১ টাকা থেকে ৪৫০০০ টাকা এবং ৩.৩ শতাংশের বার্ষিক আয় ৪৫০০১ টাকা থেকে ১০০০০০ টাকা।

ব্যয়ঃ

এই জড়িপের নিয়ন্ত্রিত ও অনিয়ন্ত্রিত উভয় গোষ্ঠীর আয় ও ব্যয় এর মাঝে সামঞ্জস্যতা দেখা যায়। নিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠীর ৫৮.৯ শতাংশ পরিবারের বার্ষিক ব্যয় ২০০০১ টাকা থেকে ৩৫০০০ টাকা এবং অনিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠীর ৫৬.৬ শতাংশ পরিবারের বার্ষিক ব্যয় ২০০০১ টাকা থেকে ৩৫০০০ টাকা।অর্থাৎ উভয় গোষ্ঠীর পরিবারগুলোই তাদের আয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখেই ব্যয় করছে।

শিক্ষাঃ

এই জড়িপে দেখা যায় যে, নিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠীর ৩০.৫৯ শতাংশ সদস্য (যাদের বয়স ১৫ এর বেশি) অশিক্ষিত, এর মাঝে ২০.২৫ শতাংশ সদস্য পুরুষ এবং ১০.৩৪ শতাংশ সদস্য মহিলা।অপরদিকে, অনিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠীর ৩১.২৮ শতাংশ সদস্য (যাদের বয়স ১৫ এর বেশি) অশিক্ষিত, এর মাঝে ২২.৪৯ শতাংশ সদস্য পুরুষ এবং ৮.৭৯ শতাংশ সদস্য মহিলা।সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, অশিক্ষিতের হার মহিলাদের চেয়ে পুরুষের বেশি। ২৬.৭৩ শতাংশ সদস্য শুধুমাত্র সাক্ষর করতে পারে, ১০.৮২ শতাংশ সদস্য লিখতে ও পড়তে পারে, ২২.৭২ শতাংশ সদস্য প্রাথমিক বিদ্যালয় উত্তীর্ণ এবং ১.৬২ শতাংশ সদস্য মাধ্যমিক বিদ্যালয় উত্তীর্ণ। অপরদিকে, অনিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠীর ৩১.২৮ শতাংশ সদস্য (যাদের বয়স ১৫ এর বেশি) অশিক্ষিত, এর মাঝে ২২.৪৯ শতাংশ সদস্য পুরুষ এবং ৮.৭৯ শতাংশ সদস্য মহিলা। সুতরাং এখানেও দেখা যাচ্ছে যে, অশিক্ষিতের হার মহিলাদের চেয়ে পুরুষের বেশি। ২৮.৯৬ শতাংশ সদস্য শুধুমাত্র সাক্ষর করতে পারে, ৮.৩০ শতাংশ সদস্য লিখতে ও পড়তে পারে, ৭.৯১ শতাংশ সদস্য প্রাথমিক বিদ্যালয় উত্তীর্ণ এবং শুধুমাত্র ১.১৬ শতাংশ সদস্য মাধ্যমিক বিদ্যালয় উত্তীর্ণ।

ঝড়ে পড়ার হারঃ

নিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠীর মাঝে ঝড়ে পড়ার হার ১৮.৯ শতাংশ এবং অনিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠীর মাঝে ঝড়ে পড়ার হার ১০.৭ শতাংশ।বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ঝড়ে পড়ার অন্যতম কারণ হল অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা, গৃহস্থালীর কর্মকান্ড, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং অন্যান্য। নিয়ন্ত্রিত ও অনিয়ন্ত্রিত উভয় গোষ্ঠীই বয়স্ক শিক্ষার সুবিধা থেকে বঞ্চিত।

নারী শিক্ষাঃ

নিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠীর ৪.১১ শতাংশ নারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উত্তীর্ণ এবং শুধুমাত্র ০.১৬ শতাংশ সদস্য মাধ্যমিক বিদ্যালয় উত্তীর্ণ এবং অনিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠীর ৪.০৫ শতাংশ নারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উত্তীর্ণ এবং শুধুমাত্র ১.১৬ শতাংশ নারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় উত্তীর্ণ।

খাদ্য গ্রহণঃ

এই জরিপে দেখা যায় যে, ২৮ শতাংশ নিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠী এবং ২১.৩ শতাংশ অনিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠী দিনে তিনবার খাদ্য গ্রহণ করে।

বাসস্থানঃ

মালিকানার ভিত্তিতে, নিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠীর ৯১.৩ শতাংশ এবং অনিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠীর ৯৪.৭ শতাংশ নিজেদের বাড়িতে বাস করে।

পানিঃ

বেশিরভাগ পরিবারেরই খাবার ও রান্নার পানির উৎস টিউবওয়েল এবং গোসলের পানির উৎস পুকুর বা নদীর পানি।

পয়ঃনিস্কাশণ ব্যবস্থাঃ

নিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠীর ২.৯ শতাংশ পরিবার স্যানিটারী পায়খানা, ২৪ শতাংশ পরিবার ঝুলন্ত পায়খানা, ৭২ শতাংশ পরিবার উন্মুক্ত পায়খানা ব্যবহার করে। অপরদিকে, অনিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠীর ১৬.৬ শতাংশ পরিবার স্যানিটারী পায়খানা, ১৮ শতাংশ পরিবার ঝুলন্ত পায়খানা, ৬৪.৭ শতাংশ পরিবার উন্মুক্ত পায়খানা ব্যবহার করে।

স্বাস্থ্যঃ

নিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠীর ৭.১ শতাংশ সদস্য জ্বর, ৩২.৯ শতাংশ সদস্য সর্দি, ২২.২ শতাংশ সদস্য ডায়রিয়া, ২২ শতাংশ সদস্য ইনফ্লুয়েঞ্জা ও ৬.৭ শতাংশ সদস্য টিবি রোগে ভোগে। অপরদিকে, অনিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠীর ২.৭ শতাংশ সদস্য জ্বর, ৩০.৭ শতাংশ সদস্য সর্দি, ২২ শতাংশ সদস্য ডায়রিয়া, ২৩.৩ শতাংশ সদস্য ইনফ্লুয়েঞ্জা ও ৫.৩ শতাংশ সদস্য টিবি রোগে ভোগে।

জন্ম নিয়ন্ত্রনঃ

নিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠীর ৫৪.৪ শতাংশ নারী জন্ম নিয়ন্ত্রন পদ্ধতি ব্যবহার করে এবং অনিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠীর ৩৮ শতাংশ নারী জন্ম নিয়ন্ত্রন পদ্ধতি ব্যবহার করে।

মাতৃ স্বাস্থ্য সুবিধাঃ

জরিপে দেখা গিয়েচে যে রিজলভ এলাকায় মাতৃ স্বাস্থ্য সুবিধা খুবই অপর্যাপ্ত। নিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠীর শুধুমাত্র ৯.৮ শতাংশ নারী মাতৃ স্বাস্থ্য সুবিধা ভোগ করে এবং অনিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠীর শুধুমাত্র ২ শতাংশ নারী মাতৃ স্বাস্থ্য সুবিধা ভোগ করে।

কৃষিকাজঃ

জরিপকৃত পরিবারগুলোর বেশিরভাগই ভূমিহীন দরিদ্র কৃষক। নিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠীর ৭০.৬ শতাংশ পরিবারের নিজস্ব কোন জমি নেই এবং অনিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠীর ৭৮.৭ শতাংশ পরিবারের নিজস্ব কোন জমি নেই। উভয় গোষ্ঠীর প্রায় ৬ শতাংশ পরিবার জমি লিজ নিয়ে চাষাবাদ করে।

অর্থায়নঃ

দারিদ্রতার জন্য পরিবারগুলো বেশি সঞ্চয় করতে পারে না।পরিবারগুলো সবচেয়ে বেশি সঞ্চয় করে বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে নিয়ন্ত্রিত ও অনিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠী যথাক্রমে ২৫.৮ শতাংশ ও ২৬ শতাংশ।

পরিশিষ্টঃ

মাঠ পর্যায়ের সকল তথ্য-উপাত্ত্ব পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, “রিজলভ” প্রকল্পের ফলে সুবিধাভোগীদের আর্থ-সামাজিক সামান্য উন্নতি হয়েছে, যদিও তা আশানুরুপ নয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা এবং প্রকল্পের ভবিষ্যৎ কার্যকরী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে সিরাজগঞ্জের তাড়াশ উপজেলায় নিয়ন্ত্রিত শ্রেণীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন সম্ভব।